ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

তবে কি খরচের ভয়ে এই পথে শ্রদ্ধা!

পৃঃ ৫

বদলে গেছে একদিনের ক্রিকেট, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বকাপের আশায় রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮৩ ● কলকাতা ● ১৮ আষাঢ়, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৪ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বাহিনীর

ফারাক করছে না কমিশন, তবে বুথে থাকবে সশস্ত্র নিরাপত্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বাহিনী বা রাজ্যের বাহিনীর মধ্যে ফারাক করছে না কমিশন। দু'টিকে একই চোখে দেখছে। আদালতের দেওয়া হলফনামায় এ কথা জানাল কমিশন। পাশাপাশি, জানিয়ে দেওয়া হল প্রতি বুথেই থাকবে সশস্ত্র বাহিনী। তাঁরাই বুথের নিরাপত্তায় কাজ করবে। পাশাপাশি, ৪৮৩৪টি স্পর্শকাতর বুথে অতিরিক্ত বাহিনী থাকবে।আদালতের হলফনামায় জানানো হয়েছে, মোট ৯৫ শতাংশ বুথে সিসিটিভি থাকবে। সব বুথে জারি করা থাকবে ১৪৪ ধারা। বৃহস্পতিবার (৬জুলাই) বিকেল পাঁচটার সময় প্রচার শেষ হবে। এ ছাড়া গণনার বিষয়ে কমিশন জানিয়েছেন, প্রতিটি ব্লক স্তরে একটি করে গণনা কেন্দ্র থাকবেন। এ ছাড়া, আজ অর্থাত সোমবার, ৩ জুলাই থেকে ব্লক, মহকুমা ও জেলায় কমিশনের কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। রাজ্যের কন্ট্রোল রুম ১৮০০৩৪৫৫৫৫৩। এ ছাড়া কমিশনের বাহিনী থাকবে মোট ২২ জেলায় ও ২১ জেলায় স্পেশাল অবজারভার থাকবে। এ ছাড়াও ব্লকস্তরে থাকবেন ২৩৮ জন সাধারণ

এরপর ৩ পাতায়

দেউচা পাঁচামিতে ১ লক্ষ মানুষের কাজ',

অনুব্রত-গড়ে ভোট-আশ্বাস মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনুব্রতর গড়ে ভোট প্রচার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের। তবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নয়। বীরভূমের দুবরাজপুরের দলীয় সভায় অডিও বার্তা দিলেন মমতা। কর্মসংস্থান থেকে ভাতা, বকেয়া-ক্ষোভ থেকে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব- সবই উঠে এল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। তারই সঙ্গে বিজেপি সরকারকে উতখাতের ডাকও দিয়েছেন মমতা।অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রার সময়েই একাধিকবার বিভিন্ন জেলায় প্রকাশ্যে এসেছিল তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহেও বারবার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা সামনে এসেছে। প্রার্থী তালিকা নিয়ে দ্বন্দ্বের ঘটনায় আব্দুল করিম চৌধুরী থেকে হুমায়ুন কবীরের মতো বিধায়ক প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তোপ দেগেছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। বুথস্তরেও বারবার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপড়েন মারপিটেও গড়িয়েছে। এই আবহেই কড়া বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'যুদ্ধের সময় কোনও দ্বন্দ্ব নয়। বিভেদ দেখলে কড়া পদক্ষেপ নেব। দলের মধ্যে বিভেদ আমি বরদাস্ত করব না।'মমতা বলেছেন, 'দেউচা পাঁচামিতে ১ লক্ষ মানুষের কাজ হবে। দেউচা পাঁচামি হলে আর বিদ্যুতের কোনও সমস্যা হবে না।' বীরভূমের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতিও হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বকেয়া নিয়েও আশ্বাস দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বকেয়া অর্থ আটকে রাখার অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর আশ্বাস, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বকেয়া বিধবা ভাতা আমরা রাজ্য সরকারের তরফে দেব। ১লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে এখনও বকেয়া।'পঞ্চায়েত ভোট

এরপর ৩ পাতায়

'ফ্লাইট বুক করে দিল্লি যান....'

রাজ্যপালকে পরামর্শ, ৩৫৫ ধারা জারি নিয়ে জোরাল সওয়াল শুভেন্দুর!

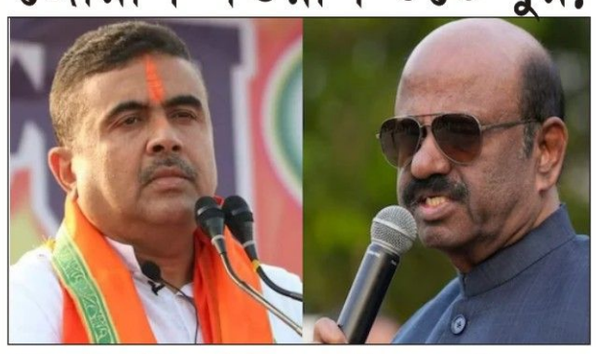

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবারই ফিরেছেন কোচবিহার থেকে। তারপর একফোঁটা বিশ্রামও নেননি। কলকাতায় ফিরেই সোজা চলে যান দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী। সেখানে খুন হওয়া যুব তৃণমূল নেতা জিয়ারুল মোল্লার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। ঘুরে দেখেন ঘটনাস্থল। সব শেষে সাংবাদিক বৈঠক করে হিংসা নিয়ে কড়া বার্তা দিতেও শোনা যায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে।এর আগেও নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে নিয়োগ করা নিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে নিশানা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেছিলেন, রাজীব সিনহা সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নিয়ে নাম চূড়ান্ত করা উচিত ছিল রাজ্যপালের। কিন্তু তিনি তা না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ রাজীব সিনহাকেই বেছে নেন বলে অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু।অন্যদিকে, এদিনই রাজ্যপালের বাসন্তী সফর নিয়ে খানিক বক্রোক্তি করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যপালের প্রবল সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা। এখানেই শেষ নয়, পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৫ ধারা লাগু করা নিয়েও

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

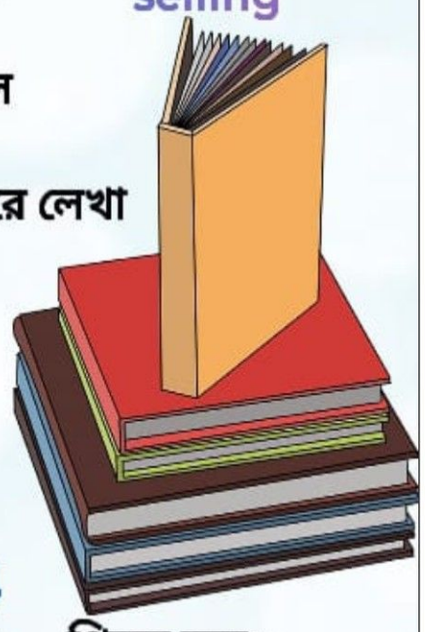

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু,

ঠিকাদার-প্রীতির অভিযোগে তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেওয়াল চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে কার্যত রণক্ষেত্রর চেহারা নিল আসানসোল। দক্ষিণ থানার ডামরা এলাকার ঘটনা। পরিস্থিতির মধ্যস্থতা করতে গিয়ে জনরোষের মুখে শাসক দল তৃণমূলের পার্টি অফিস। সেখানে ভাঙচুর চালান স্থানীয়রা। একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ সাত লাখ টাকার দাবিতে রাস্তায় দেহ ফেলে রেখে চলছে বিক্ষোভ।তৃণমূলের স্থানীয় কাউন্সিলার মীনা কুমারী হাঁসদা বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। দেওয়াল চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দু'পক্ষকে নিয়ে মধ্যস্থতায় বসেছিলাম। তখনই আচমকা বচসা থেকে মারামারি শুরু হয়ে যায়। পার্টি অফিসেও ভাঙচুর চালায়।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, ঠিকাদারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ঠিক নয়। তবে যেহেতু এলাকার ঘটনা, তাই আমি দু'পক্ষকে নিয়ে ফের আলোচনায় বসে সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করব। নগদ সাত লাখ টাকার দাবিতে অবশ্য অনড় রয়েছেন বাসিন্দারা। তবে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এভাবে পার্টি অফিসে গণবিক্ষোভে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ঠ অস্বস্তিতে শাসকদলের স্থানীয় নেতারা।

পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনার বহর। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় একটি পুরনো বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল। সেই সময় খোলা বাউরি নামে এক শ্রমিক সেই বাড়ির দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে আসতে গেলে ভাঙা বাড়ির আরও একটি দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে তার ওপর ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তি ওই এলাকারই বাসিন্দা। এরপরই ক্ষতিপূরণের দাবিতে ডামরা মোড় এলাকায় রাস্তার ওপর দেহ রেখে পথ অবরোধ শুরু করেন মৃতের পরিবার ও স্থানীয় মানুষজন।

বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সংশ্লিষ্ট বাড়ি ভাঙার কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ঠিকাদার মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা না বলে, সরাসরি চলে যান শাসক দলের স্থানীয় কার্যালয়ে। ইন্দিরাভবন নামে সংশ্লিষ্ট পার্টি অফিসটিতে বসেন এলাকার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনা কুমারী হাঁসদা। অভিযোগ, কাউন্সিলরের মাধ্যমে তিনি বিষয়টির রফা করার চেষ্টা শুরু করেন।

তাতেই জনতার রোষের আগুনে কার্যত ঘৃতাহুতি হয়! পার্টি অফিসের দিকে রে রে করে তেড়ে যান জনতা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পালিয়ে যান ঠিকাদার এবং তৃণমূলের কাউন্সিলর। এরপরই ক্ষিপ্ত জনতা পার্টি অফিসে দেদার ভাঙচুর চালান। একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেহ ফেলে রেখে চলছে বিক্ষোভও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন পুলিশের স্থানীয় কর্তারা।

বড়বাজারের এমজি রোডে কোটক ব্যাঙ্কের

নতুন শাখার উদ্বোধন

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মধ্য কলকাতার বড় বাজারটি সর্বদাই বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে মহাত্মা গান্ধী রোডে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের একটি নতুন শাখার উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজার সন্তোষ ভগত, রিলেশনশিপ ম্যানেজার এস কে শাহনওয়াজ, অতিথি ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব প্রেস মিডিয়া অ্যান্ড স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং (আইসিপিএমএসবি) এর জাতীয় পর্যবেক্ষক হাজী জাহিদ আলম, সহ-ভোক্তা এবং অন্যান্যরা।

একমাস পর করমণ্ডলে নিহত নুরুল ইসলামের

কফিনবন্দি দেহ ফিরল বিষণপুরে

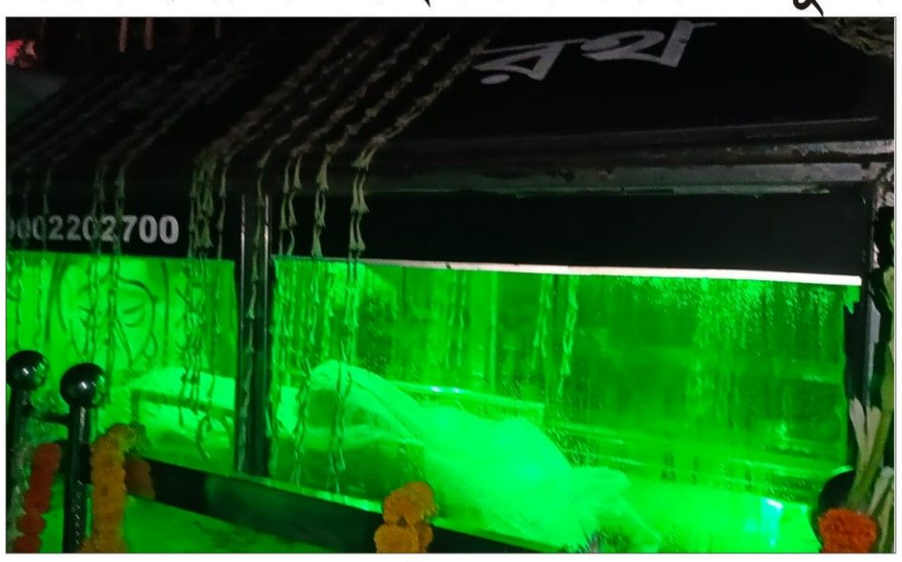

মালদা: সানু ইসলাম: ০২ জুলাই: নিউজ সারাদিন : ওড়িষ্যার বালেশ্বর আপ করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন চাঁচল-২ ব্লকের (মালতীপুর) বিষণপুরের যুবক নুরুল ইসলাম বয়স (১৯)।দীর্ঘ একমাস পর ময়নাতদন্তের পর তার কফিনবন্দি দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে রবিবার সন্ধ্যার পর ফিরল নিজ গ্রামে। মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছতেই পরিবার পরিজনদের মধ্যে কান্নার রোল নেমে আসে। গোটা এলাকায় শোকের আবহ।নুরুল ইসলামের কফিনবন্দি দেহ শেষবারের মতো একবার দেখার জন্য এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। নিজ গ্রামেই নূরুলকে রাতেই কবরস্থ করা হয়। নূরুলকে চোখের জলে শেষ বিদায় দিল হাজার হাজার এলাকাবাসী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল গত একমাস আগে অর্থাৎ জুন মাসের ২ তারিখে।ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় ধানগাড়া-বিষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একজন পরিযায়ী শ্রমিক মারা গেছিলেন। তার নাম মাসরেকুল আলম। আর নুরুল ইসলাম নিখোঁজ ছিল।সেও মারা যায়।ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় এলাকার জামিরুল ইসলাম,আব্দুল মাতিন ও মিফতাহুল হক মোট তিনজন জখম হয়েছিলেন।এদের মধ্যে জামিরুল ইসলাম,আব্দুল মাতিন বাড়িতে আসলেও জখম মিফতাহুল হক বাড়ি ফেরেনি।কটকের এক সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত পরিযায়ী শ্রমিক নুরুল ইসলামের বাবার নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন। তিনি পেশায় দিন মজুর। মা নূরেশা বিবি সাধারণ গৃহবধূ। চার ভাই দুই বোন। বাবা-মায়ের তিন নম্বর সন্তান নুরুল।মাঠে জমি জায়গা নেই এক কাঠাও।বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় সুদূর চেন্নাই যাচ্ছিল এলাকার বন্ধুদের সাথে। কিন্তু পথি মধ্যেই ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন নুরুল।আর চেন্নাইয়ে গিয়ে শ্রমিক হিসেবে খাটতেও হলোনা। উল্টে দীর্ঘ একমাস বহু টানাপোড়েনের পর কফিনবন্দি হয়ে নূরুলের মৃতদেহ ফিরল নিজ গ্রামে। পরিবার-পরিজন,আত্মীয় স্বজন,গ্রামবাসীরা সকলেই নূরুলকে শেষবারের মতো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে চেয়েছিলেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ:

প্রচার পেতেই জনস্বার্থ মামলা! খারিজ করল হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে । সোমবার সেই জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মিডিয়ায় প্রচার পেতেই এই মামলা দায়ের হয়েছিল। প্রসঙ্গত, রাজীব সিনহার নিয়োগ নিয়ে গোড়া থেকেই জটিলতা রয়েছে। তিনি একেবারেই তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ, এই অভিযোগে বিজেপি বরাবর সরব। এনিয়ে রাজ্যপালের সমালোচনাও করতে শোনা গিয়েছে বিরোধী দলনেতাকে। যদিও রাজীব সিনহার নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল নিজেও আক্ষেপ করেছেন। নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সাধারণ মানুষের ভরসাযোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি বলে মন্তব্য করেছেন সি ভি আনন্দ বোস ।এখানে মানুষের স্বার্থ খর্ব হয়নি বলে মত ডিভিশন বেঞ্চের।

গত ৭ জুন রাজীব সিনহাকে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। যা নিয়ে মামলা গড়ায় হাই কোর্টে। সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজীব সিনহার জয়েনিং লেটারও ফিরিয়ে দেন। তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, নবান্নের কাছে এরকম কোনও খবর নেই। এর মাঝেই হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

আদালতেরাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল, আইন অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই মামলার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাদের সেই মতেই কার্যত সিলমোহর দিল আদালত। মামলা খারিজ করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

কেষ্ট তিহারে তো কী হয়েছে,

দিদি পাশে দাঁড়ালেন প্রকাশ্যেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেষ্টগড়ে তিনি সশরীরে যেতে পারেননি তো কী হয়েছে। ভার্চুয়াল বক্তব্যেই যেমন বিরোধীদের নিশানা বানিয়েছেন তিনি তেমনি দাঁড়িয়েছেন তিহারে বন্দী কেষ্ট থুড়ি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে। সোমবার বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে ছিল তৃণমূলের সভা। সেখানে হাজির ছিলেন ফিরহাদ হাকিম।এর পাশাপাশি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতে স্বচ্ছতা বজায়ের ক্ষেত্রেও জোর দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রাজ্য সরকার মানুষের জন্য অনেক কাজ করছে। ভোট এলে বিজেপির দেখা মেলে। ভোটের আগে কেউ কেউ এসে টাকা ও মদ দেবে। কিন্তু তাঁকে সারা বছর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। গ্যাসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কিন্তু এই সবের কোনও সুরাহা নেই। কেউ যদি কোথাও কোনও ভুল কাজ করে, তবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। আমরা ব্যবস্থা নেব। মনে রাখবেন, সরকার কাজ করার জন্য কারও থেকে কোনও টাকা নেয় না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী সবই সরকার দেয়। এটার জন্য কাউকে টাকা দেবেন না। এটা আপনাদের অধিকার, এর জন্য কাউকে কোনও টাকা দেবেন না।'তাঁর মোবাইলে ফোন করেই তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

'ফ্লাইট বুক করে দিল্লি যান...,' রাজ্যপালকে পরামর্শ, ৩৫৫ ধারা জারি নিয়ে জোরাল সওয়াল শুভেন্দুর!

জোড়াল সওয়াল করেন তিনি।এদিন ধূপগুড়িতে পঞ্চায়েতের প্রচারসভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু। সেখানেই তিনি রাজ্যপালের বাসন্তী যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা ভাল। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না। শুধু ছবি তোলাই হবে। বাংলার আইন-শৃঙ্খলার যা পরিস্থিতি প্রতিদিন যেভাবে খুন, বোমা বিস্ফোরণ মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে তাতে ওঁর অবিলম্বে ফ্লাইট বুক করে দিল্লিতে গিয়ে বাংলায় ৩৫৫ লাগুর ব্যাপারে কেন্দ্রকে বলা উচিত।"

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বাহিনীর ফারাক করছে না কমিশন, তবে বুথে থাকবে সশস্ত্র নিরাপত্তা

অবজারভার।

এ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যালটবাক্সের রঙ হবে সাদা অথবা রুংপোলী। বাকি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ব্যালটবাক্স হবে সবুজ রঙের। ১১ তারিখ সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু হবে, প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত তারপর পঞ্চায়েত সমিতি ও শেষে জেলা পরিষদের গণনা হবে।শতাংশের বিচারে যে বুথের পরিমাণ ৭.৮৪।

কমিশন জমা দেওয়া হলফনামায় জানিয়েছে, রাজ্য মোট ৭০ হাজার ফোর্স দিচ্ছে। কমিশনের নোডাল অফিসার হিসাবে কাজ করবেন অতিরিক্ত সচিব এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)। বুথে থাকবে মোট ৬৬ হাজার সশস্ত্র পুলিশ। মোট ৮ হাজার ৫০০ মোবাইল ইউনিট থাকবে। বুথের নিরাপত্তার পাশাপাশি, থাকবে ভ্রাম্যমাণ নজরদারি, ডিসিআরসি ও স্ট্রংরুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে সশস্ত্র বাহিনী। পাশাপাশি, হলফনামায় বলা হয়েছে, সব বুথে সিসিটিভি থাকবে, আর সম্ভব না হলে ভিডিওগ্রাফি করা হবে।

১-ম পাতার পর

দেউচা পাঁচামিতে ১ লক্ষ মানুষের কাজ', অনুব্রত-গড়ে ভোট-আশ্বাস মমতার

আবহে হিংসা নিয়েও সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর তোপ, 'পুলিশের লাঠি কেড়ে নিতে বলা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ কর্মী মারা গিয়েছেন।' পঞ্চায়েত স্তরে কেউ অন্যায় করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আগেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের এদিন একই বার্তা দেন তিনি। পঞ্চায়েতে কেউ ভুল কাজ করলে সরাসরি তাঁকেই জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর আশ্বাস, 'আমরা জানতে পারলেই ব্যবস্থা নেব।'বিরোধীদেরও একহাত নিয়েছেন মমতা। বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমকে এক ব্যাকেটে রেখে তিনি বলেন, 'বিজেপির ফান্ড নিয়ে বাম-রাম-শ্যাম একসঙ্গে হয়েছে। সিপিএম, কংগ্রেস দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করার কথা বলছে। তারপর রাজ্যে এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।'

২ পাতার পর

কেষ্ট তিহারে তো কী হয়েছে, দিদি পাশে দাঁড়ালেন প্রকাশ্যেই

সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তব্য দলের নেতা থেকে কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে পৌঁছে দেন।আর তখনই তিনি প্রকাশ্যেই দলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়ান। তিনি বলেন, 'কেষ্টর নামে কত কথা বলা হচেছ। এমনকী ওর মেয়েটাকেও আটকে রেখে দিয়েছে। যদি সে অন্যায় করে, আদালতে প্রমাণ করুন। প্রমাণ করতে পারছে না, কিন্তু আটকে রেখে দিয়েছে যাতে সে তৃণমূল কংগ্রেসটা করতে না পারে। পঞ্চায়েত ভোট করতে না পারে।'এর পাশাপাশি মমতা এদিন নিশানা বানিয়েছে ISF-কেও। নিশান বানিয়েছেন কুড়মি নেতাদেরও। বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক প্রচার করছে। মনে রাখবেন বিজেপির টাকা নিয়ে বাম-রাম-শ্যাম এক হয়েছে। সিপিএম একের পর এক গণহত্যা করেছে, অত্যাচার করেছে। জঙ্গলমহলেও কেউ কেউ বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে নিজেদের বড় নেতা ভেবে নিয়েছেন। তাঁরা বলছে তৃণমূলকে ঢুকতে দেবে না। আমি তাঁদের বলব, ভোট আসবে, ভোট চলে যাবে। কিন্তু আপনাদের শান্তি বজায় রেখে বাংলা থাকতে হবে। যাঁরা এসব বলে নির্দল দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের দুর্নীতির তালিকা আমাদের কাছে রয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। তবে সব কুড়মিরা এমন নয়, অধিকাংশই ভালো। মাহাতোদের জন্য আমরা সব করেছি।'

ভারতের জাতীয় ডোপিং বিরোধী সংস্থা (এনএডিএ ভারত)

নতুন দিল্লিতে আজ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ডোপিং বিরোধী সংস্থা (এসএআরএডিও) এর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের জাতীয় ডোপিং বিরোধী সংস্থা (এনএডিএ ভারত) নতুন দিল্লিতে আজ বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার ডোপিং বিরোধী সংস্থার (এসএআরএডিও)-এর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে। নতুন দিল্লিতে এনএডিএ ভারত এবং এসএআরএডিও সহযোগিতা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। এছাড়াও ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী সুজাতা চর্তুবেদী, এসএআরএডিও-র সদস্য দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

ক্রীড়া ক্ষেত্রে ডোপিং বিরোধী আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই মউ সাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও সাফল্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রকে স্বচ্ছ রাখার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কথাও ব্যক্ত করেন। শ্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, "শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী বছরগুলিতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতকে বিশেষ শক্তিশালী করে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আরও ভালো ফলাফলের জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা চালানো হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের মূল লক্ষ্য হল উন্নতমানের প্রশিক্ষণ, যথাযথ ক্রীড়া উপযোগী পরিকাঠামো প্রদান, সব খেলার জন্যই প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে সুযোগ বাড়ানো। এছাড়াও ক্রীড়া জগতে লিঙ্গ-সাম্য বজায় রাখার বিষয়ের বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।"

শ্রী অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেন, ভারত বিশ্বের উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করছে। এশীয় অঞ্চলে আমাদের বন্ধুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা এবং ইউনেস্কোর ক্রীড়া ক্ষেত্রে ডোপিং বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশেনে ভারতের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। এ থেকে প্রমানিত হয় যে ভারত বিশ্বে ডোপিং বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে চাইছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ভারত বর্তমানে জি-২০ সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। এই সময় এশিয়া অঞ্চলের উপযোগী বিভিন্ন বিষয় বিশ্বের সামনে তুলে ধরা ভারতের মূল লক্ষ্য। আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব এই অঞ্চলে ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, ভারতের এনএডিএ এবং এসএআরএডিও-র মধ্যে এই ধরনের মাদক বিরোধী কোনো মউ সাক্ষরিত হল। তিনি সদস্য দেশগুলিকে একযোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে মাদক বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এনএডিএ ভারতের মহানির্দেশক ও সিইও শ্রীমতী রীতু সাঁই এবং এসএআরএডিও-র মহানির্দেশক শ্রী মহম্মদ মাহিদ শরীফ তাঁদের নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে মউ স্বাক্ষর করেন। আগামী ৩ বছরের জন্য সহযোগিতা বাড়াতে ও কার্যকর পদক্ষেপের জন্য এই মউটি সাক্ষরিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ডোপিং বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নমুনা সংগ্রহ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডোপিং বিরোধী কাজে উৎসাহ দেওয়া এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পাঠক্রম, কর্মশালা, আলোচনা সভা, গবেষণা ইত্যাদির আয়োজন এবং প্রশিক্ষক, শিক্ষক ও ম্যানেজারদের এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী সুজাতা চতুর্বেদী এশিয়া/ওশেনিয়া অফিসের নির্দেশক শ্রী কাজুহিরো হায়াশি, এনএডিএ ভারতের মহানির্দেশক ও সিইও শ্রীমতী রীতু সাঁই এবং এসএআরএডিও-এর মহানির্দেশক শ্রী মহম্মদ মাহিদ শরীফ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। উদ্বোধনী পর্বের পর এনএডিএ ভারত এবং এসএআরএডিও-এর সদস্যদের মধ্যে প্রথম প্রকল্প রূপায়ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। সদস্য দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ দেশে ডোপিং বিরোধী কাজকর্মের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

কলম্বো নিরাপত্তা সম্মেলনের অধীনে ভারতের গবেষণা জাহাজ

'সাগর নিধি'-তে বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রথম যাত্রা সূচনা

নতুন দিল্লি, ০৩ দিল্লি, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারত মহাসাগরীয় এলাকার দেশগুলিকে নিয়ে কলম্বো নিরাপত্তা সম্মেলনের অধীন সামুদ্রিক সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং মরিশাসের বিজ্ঞানীদের নিয়ে ভারতের গবেষণা জাহাজ 'সাগর নিধি'-র ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা হল ২৯ জুন, ২০২৩। এই সামুদ্রিক অভিযান চলবে প্রায় ৩৫ দিন ধরে। এই অভিযানের দায়িত্বে রয়েছে পৃথ্বী বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস (আইএনসিওআইএস)। ২০২২-এর নভেম্বরে কলম্বো নিরাপত্তা সম্মেলনের অধীন সমুদ্রতত্ত্ববিদ এবং হাইড্রোগ্রাফারদের প্রথম বৈঠকের ফলশ্রুতি হিসেবে এই অভিযানকে দেখা হচ্ছে। এই অভিযানে বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন সমুদ্র পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করবেন। এর পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবেশ এবং সামুদ্রিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে তার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখবেন।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

ডুপ্লিকেট ব্যালট ছাপা হচ্ছে!

কর্মীদের কি করতে হবে, জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু

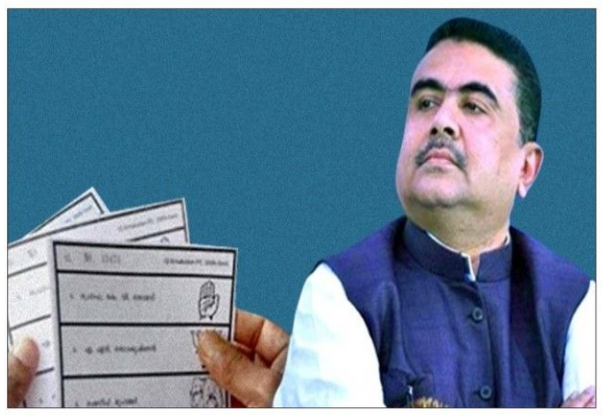

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য জুড়ে ছাপা হচ্ছে ডুপ্লিকেট ব্যালট! বিস্ফোরক অভিযোগ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এদিন ধূপগুড়ির সভা থেকে এই অভিযোগ সামনে আনেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। পরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। উপদ্রুত এলাকায় রাজ্যপালের সফর প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার দাবি, "রাজ্যপালের উচিত বাংলায় ৩৫৫ জারির জন্য রেকমেন্ড করা।"তবে শুভেন্দুর এমন অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক তৃণমূল। একুশের ভোটে দু'শো পারের আওয়াজ তুলেছিল বিজেপি। সেকথা স্মরণ করিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বলছেন, শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে বেশি দূর এগনো যায় না। দু'শো পার দূরে থাক, তিন ডিজিটের সংখ্যাও ছুঁতে পারেনি বিজেপি। এবারে পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। সেটা বুঝতে পারছেন বিরোধী দলনেতাও। তাই পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই এসব মনগড়া কথা বলে বাজার গরম করতে চাইছেন শুভেন্দু।সোমবার দুপুরে ধূপগুড়ির কালীরহাটের সমাজ কল্যাণ মাঠে বিজেপির নির্বাচনী সভা ছিল। সেখানেই কর্মীদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, "রাজ্য জুড়ে ডুপ্লিকেট ব্যালট ছাপা হচ্ছে। তাই ভোট শেষ হলেই আপনাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে না। স্ট্রং রুম পর্যন্ত ব্যালট বাক্সগুলিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্ট্রং রুমে যদি আগে থেকে ব্যালট বাক্স রাখা থাকে তবে রুখে দাঁড়াতে হবে।" কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে শুভেন্দু এরপরই নিজের উদাহরণ টানেন, "আপনাদের বন্ধু শুভেন্দু যদি নন্দীগ্রামে পারেন, তাহলে আপনারা কেন ধূপগুড়িতে পারবেন না? লড়াই করতে হবে। ডু অর ডাই।" পরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের একের পর এক হিংসার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে একহাত নেন তিনি। একই সঙ্গে উপদ্রুত এলাকায় রাজ্যপালের সফর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "উনি এলাকায় যাচ্ছেন। ভাল কথা। কিন্তু রাজ্যপালের উচিত বাংলায় ৩৫৫ জারির জন্য রেকমেন্ড করা। যদিও শুভেন্দুর রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি সম্পর্কে এদিন ক্যানিংয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান।

আইন ও বিচার বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং

ভিয়েতনামের বিচার মন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নতুন দিল্লি ০৩ জুলাই : নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লিতে গতকাল ২রা জুলাই ২০২৩-এর আইন ও বিচার বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘাওয়ালের সঙ্গে ভিয়েতনামের বিচারমন্ত্রী শ্রী লে থান লং-এর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে । দু'পক্ষেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে প্রতিনিধিদল শামিল ছিল । আইন ও বিচার বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘাওয়াল দু'দেশের মধ্যে ৫০ বছরে অধিক সময় ধরে তৈরি হওয়া নিবিড় বন্ধুত্বের উল্লেখ করেন । ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে ভিয়েতনামের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি । আইন ও বিচার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দুই পক্ষ আলোচনা করেছে সার্বিক রণকৌশলগত অংশীদারের মর্যাদার সূত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও বেশি উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে । আইন ও বিচার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে একটি সমঝোতাপত্র তৈরি করার সম্ভাবনা গড়ার প্রয়াসে গতি আনতে এই বৈঠক সহায়তাকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে । সমঝোতাপত্র সহ আইন ও বিচার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিস্তৃত পরিপেক্ষিত নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে আধিকারিক স্তরে আলোচনায় সম্মত হয়েছে দুই পক্ষ ।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

বিশ্ব স্টার্ট আপ পরিমণ্ডলে স্টার্টআপ-২০ সংবদ্ধগোষ্ঠীর

গুরুগ্রাম শিখর সম্মেলন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক

নতুন দিল্লি ০৩ জুলাই : ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে স্টার্টআপ ২০ সংবদ্ধগোষ্ঠী আয়োজিত স্টার্টআপ ২০ শিখর সম্মেলন শুরু হয়েছে আজ গুরুগ্রামে । দু'দিনের অনুষ্ঠানে স্টার্টআপ-২০-র সফল বর্ষপূর্তির উদযাপন এবং নীতি সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিবৃতি প্রকাশ প্রধান বিষয় । দু'দিনের এই অনুষ্ঠান স্টার্টআপ ২০ সংবদ্ধগোষ্ঠীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক । কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী সোমপ্রকাশ ভারতের জি-২০-র শেরপা শ্রী অমিতাভ কান্ত এবং স্টার্টআপ ২০-র অধ্যক্ষ ডঃ চিন্তন বৈষ্ণব সহ বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে । বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী সোমপ্রকাশ এই শিখর সম্মেলনের জন্য তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করে সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ পরিমণ্ডলে লালনে এই শিখর সম্মেলনের ভূমিকার ওপর জোর দেন । তিনি বলেন "এই স্টার্টআপ ২০ শিখর সম্মেলন স্টার্টআপের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় ভারতের দায়বদ্ধতার পরিচায়ক এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোগে বিশ্ব নেতা হিসেবে ভারতের স্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রমাণ" ।

ভারতের জি-২০ শেরপা শ্রী অমিকাভ কান্ত স্টার্টআপ ২০-র

এরপর ৪ পাতায়

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা ০৪ জুলাই, ২০২৩ মঙ্গলবার ১৮ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রক্ত নিয়ে রাজনৈতিক হোলি খেলা বন্ধ করতে হবে, বার্তা রাজ্যপালের

রক্ত দিয়ে 'রাজনৈতিক হোলি' খেলা বন্ধ করতে হবে। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে এই বার্তাই দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হিংসা বন্ধে কড়া পদক্ষেপ করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। সোমবার কোচবিহার থেকে ফিরে বাসন্তীর গাগরামারি গ্রামে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল।শনিবার রাতে বাসন্তীতে নিহত যুব তৃণমূল কর্মী জিয়ারুলের মেয়ে মনোয়ারা বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাবা ছিলেন যুব তৃণমূল নেতা আমানুল্লা লস্করের অনুগামী। ভোটের টিকিট নিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে বিবাদের জেরেই তাঁর বাবা খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ। মনোয়ারার আরও অভিযোগ, পুলিশকে বার বার জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সোমবার রাজ্যপাল তাঁর জেলায় আসছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এক জনের বাইকে চড়ে ক্যানিং পৌঁছন তিনি। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে মনোয়ারা বলেন, "আমার বাবা যুব তৃণমূল করত। তৃণমূলের লোক বাবাকে চাপ দিত। বাবা রাজনীতিও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। তার পর শনিবার বাবাকে খুন করা হয়েছে।"সেখানে অশান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। এর পর পৌঁছন ক্যানিংয়ে সেচ দফতরের বাংলোয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বাসন্তীর গাগরামারি গ্রামে নিহত যুব তৃণমূল কর্মী জহিরুল মোল্লার মেয়ে মনোয়ারা পিয়াদা। বাবার মৃত্যুর জন্য রাজ্যপালের কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান মনোয়ারা।সোমবার সকালে কোচবিহার থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে শিয়ালদহ পৌঁছন রাজ্যপাল। সেখান থেকে সড়কপথে যান ক্যানিংয়ের গাগরামারি গ্রাম। কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। গত কয়েক দিন ধরেই অশান্ত হয়ে উঠেছে ওই এলাকা। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাঁকে জানান, এলাকায় বোমাবাজি হচ্ছে। গত শনিবার রাতে গুলি করে খুন করা হয়েছে গাগরামারি গ্রামের বাসিন্দা জহিরুলকে। রাজ্যপাল যখন গ্রামে যান তখন জহিরুলের পরিবারের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি। রাজ্যপাল ক্যানিংয়ের উদ্দেশে রওনা দিতেই নিহতের মেয়ে তথা ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মনোয়ারা পৌঁছন তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল বলেন, "মানুষের রক্ত নিয়ে রাজনৈতিক হোলি খেলা বন্ধ করতে হবে। আমি হিংসাদীর্ণ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি। আমি দোষ খুঁজতে নয়, প্রকৃত তথ্য জানতে ওই সব এলাকা ঘুরেছি।" বস্তুত কোচবিহার সফরকালে রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগ উঠেছে এমন কয়েকটি জায়গায় যান তিনি। কলকাতা ফিরেই তিনি পৌঁছন বাসন্তীতে।হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানোর কথা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, কমিশন কী ব্যবস্থা নেয় তা দেখতে তিনি ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন।

৩ পাতার পর

বিশ্ব স্টার্ট আপ পরিমণ্ডলে স্টার্টআপ-২০ সংবদ্ধগোষ্ঠীর গুরুগ্রাম শিখর সম্মেলন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক

গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, "স্টার্টআপ ২০ সংবদ্ধগোষ্ঠী বিশ্ব স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের যাত্রাপথে একটি দিক নির্দেশক । জি-২০ ভুক্ত দেশগুলি এবং আমন্ত্রিত দেশগুলির বিশিষ্ট প্রতিনিধিসহ এই গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রজ্ঞা এবং নিরলস প্রয়াসের ফল চূড়ান্ত নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ । যেখানে লিখিত হয়েছে সারা দেশে একসঙ্গে কর্মরত অন্তর্ভুক্তিমূলক আমাদের পুরো স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের পাশাপাশি আমাদের নাগরিকদের জন্য রূপান্তরকারী এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ এবং আমি নিশ্চিত যে, এই গোষ্ঠী আসন্ন সভাপতিত্বকালে সমস্ত দেশ থেকে কঠোর অঙ্গীকার আদায় করে নিতে পারবে"।

স্টার্টআপ ২০-র অধ্যক্ষ ডঃ চিন্তন বৈষ্ণব এই শিখর সম্মেলনের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ভাগ করে নিয়ে বলেন,"স্টার্টআপ ২০ শিখর সম্মেলন স্টার্টআপ পরিমণ্ডলে নতুন যুগের সূচনা ঘোষণা করছে । গুরুগ্রামে উপস্থিত ২২ টি দেশের ৬ শোর বেশি প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্টার্টআপ ২০ যাত্রার সফল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশকটি সাফল্যের সাথে উদযাপন করছি । একইসঙ্গে বেশ কয়েকমাস ধরে চলা যোগাযোগ, আলোচনা এবং অদম্য মনোবলেরও উদযাপন করছি । আমরা সবাই মিলে স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের দীর্ঘস্থায়ী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাব" ।

তিনি আরও বলেন যে, ২০২৪-এ স্টার্টআপ ২০ সংবদ্ধগোষ্ঠীতে অংশ নেওয়ার জন্য ব্রাজিলের সিদ্ধান্ত এই উদ্যোগের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আরও বেশি করে তুলে ধরছে ।ব্রাজিল এবং অন্য সব দেশের লাগাতার প্রয়াস প্রমাণ করে উদ্ভাবনের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের প্রতি তাদের মনোযোগ । স্টার্টআপ ২০ গুরুগ্রাম শিখর সম্মেলনের নানাবিধ বৈচিত্র্য । আছে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান যেমন নানা বিষয়ে আলোচনা, বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য এবং মূল্যবান নেটওয়ার্কিং-এর সুবিধা । প্রতিনিধিরা সুযোগ পাবেন শিল্প বিশেষজ্ঞ, নীতি প্রণেতা এবং চিন্তাবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার এবং আন্তর্জাতিকমানের স্টার্টআপের যাত্রাপথ নির্মাণে কৌশলগত জোট গড়ার সুযোগ। এই শিখর সম্মেলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল স্টার্টআপ কনক্লেভ যেখানে স্টার্টআপগুলি তাদের উদ্ভাবনী পণ্য এবং পরিষেবা প্রদর্শন করতে পারবেন । লগ্নির আহ্বান জানাতে পারবেন । শিল্পপতিদের সঙ্গেও নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন । শিখর সম্মেলনে থাকছে শিল্পসংস্কৃতির ছোঁয়া যা সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে হয়ে উঠবে মূল্যবান অভিজ্ঞতা । এই শিখর সম্মেলনের লক্ষ্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সামাজিকস্তরে স্টার্টআপগুলির অসীম সম্ভাবনাকে তুলে ধরা । উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ প্রক্রিয়াকে উপযুক্ত লালন-পালন করার জন্য স্টার্টআপ ২০ গুরুগ্রাম শিখর সম্মেলনের লক্ষ্য স্টার্টআপগুলির পূর্ণ সম্ভাবনা মেলে ধরা । যার থেকে তৈরি হতে পারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়নের সুযোগ । নীতি সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিবৃতিটি পাওয়া যাবে এবং ডাউনলোড করা যাবে https://www.startup20india2023.org/তে ।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি তার মারক দৃষ্টি দিয়ে শিব কে দেখলেন । উভয়ের দিব্য দৃষ্ট জ্যোতিঃ সারা মহাকাশ আচ্ছাদিত হল । এবার শিব তাঁর ত্রিশূলের প্রহারে শনি অবচেতন করলেন । নিজ পুত্র কে মৃত ভেবে শোক গ্রস্ত হলেন এবং শনির জীবন দানের জন্য প্রার্থনা অনুনয় বিনিময় করতে লাগলেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অসহায় ভক্তর খোঁজে এযুগের ভগবান

ভগবতী সরদার

বর্তমানে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বজুড়ে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার লড়াই আজও অব্যাহত ।পৃথিবী জুড়ে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে তার সঠিক তথ্য, বিজ্ঞানীরা আজকের দিন পর্যন্ত দিতে সম্ভব হয়ে ওঠেনি ।বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে বিশেষজ্ঞমহল। পৃথিবীর বুকে কষ্ট ও অসহ্য বেদনা লুপ্ত হয়ে আছে মানুষের হৃদয়ে তে, কিভাবে যে কে কখন চলে যাবে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। এই আছি, এই হয়তো নেই, দ্বিধাহীন মানুষ গুলো হতাশায় ভুগছে ।এই পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি আমাদের বাংলা, অনাহারে অনিদ্রায় অবস্থায় রয়েছে বাংলার ভূমিহীন প্রভুভক্ত মানব। ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দেয় এ অবিনশ্বর সত্য কথা আজ বাংলায় উদাহরণ। ভক্তের জন্যই ভগবান সবকিছু উদার করে দিতে পারে, তেমনি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের জন্য নিজের জীবন উজাড় করে দিচ্ছে এই বাংলাতে। জনগণের কষ্টের পাশে রয়েছে সর্বদাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনুষঙ্গিকরা ।ভক্তকে সর্বদাই ভগবান খুঁজে বেড়ায়, এই চিরন্তন সত্য আজকে যুগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ইতিহাস ইতি কথা তেমনই উদাহরণ ভয়াবহ মহামারীর পরিস্থিতির দিনে। রামায়ণের কিছু কথা না বললে এই লেখাটি আজকের দিনে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ।অগস্ত্য মুনির নাম সকলেই শুনেছেন । এই মুনির তপঃ শক্তি ছিলো আশ্চর্য রকম। ব্রহ্মার আরাধনা করে অগস্ত্য মুনি অনেক অলৌকিক দিব্যশক্তি পেয়েছিলেন । একবার উনি সমুদ্রের জল এক গণ্ডূষে পান করেছিলেন বলে পুরাণ শাস্ত্রে লেখা । তিনিই নিজ স্ত্রীরূপে যজ্ঞ থেকে লোপামুদ্রা দেবীকে উৎপন্ন করেন ।ব্রহ্মার কৃপাপেয়েও নির্লোভী এই মুনি শাস্ত্র নিয়ম মেনে অরণ্যে কুটিরে থাকতেন ।আজকের যুগে দাঁড়িয়ে মানুষ তো, সেই সব মুনি ঋষি বংশ পরম্পরা জিনগত ভাবে এসেছি এই পৃথিবীতে। তৎকালীন যুগে মুনি-ঋষিদের বংশধর হয়ে আর মাত্র ১৪টা দিন লকডাউন পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না কেন। নিজের ইচ্ছেশক্তি আরো প্রবল করা উচিত, তাহলে লকডাউন পালন করা আমাদের পক্ষে সক্ষম হবে। আমাদের পূর্বপুরুষ মুনি-ঋষিরা তারা নির্জন স্তনে একাই থাকতেন ।আজ আমরা সপরিবারে লকডাউন দিনে ঘরে আবদ্ধ থাকতে পারবো না কেনো?মানুষের দ্বারায় সব কিছু সম্ভব। তবে আজকের যুগে, বিবেকহীন ,স্বার্থনেশি , হিংসাত্মক মানুষরা খুবই বেপরোয়া। সেই কারণে আদিম যুগের মুনি ঋষি ও গুরুদেব সাথে আজকালকার গুরুদেবের অনেক তফাৎ। আজকালকার যুগে বাজার চলতি করেখাওয়া এক ধরণের গুরুর আবির্ভাব হয়েছে । সামান্য ১০-২০ টা শিষ্য হলেইধরা কে সরা জ্ঞান করে শিষ্যের টাকায় শ্বেতপাথরের দালান কোঠা নির্মাণ করে মহাভোগে জীবন কাটান । যাই হোক । যক্ষ সুকেতুর কন্যা তাড়কার বিবাহ হয়েছিলো যক্ষ শুণ্ডের সাথে । একদিন গর্ভস্থ অবস্থায় তাড়কা অগ্যস্ত মুনির আশ্রমে আসেন। তাড়কা বলেন- "মহর্ষি আমার জন্য অপূর্ব সুন্দর রাজমহল নির্মাণ করে দিন। শুনেছি আপনি দেবতাদের বরে অনেক চমৎকার ঘটাতে সমর্থ। সেই রাজমহল হবে দ্বিতীয় অমরাবতী । স্বর্গের দেবতারা এই মহল দেখে হিংসায় জ্বলে মরবে।" অগস্ত্য মুনি মানা করে দিলেন। জানালে ঐ সব দাবী তিনি মানবেন না। এসমস্ত কর্মে তিনি যোগশক্তির ব্যবহার করবেন না ।তাড়কা অনেক আকুতি মিনতি করল । অগস্ত্য মুনি কিছুতেই সম্মত হলেন না। তাড়কা রেগে তখন মুনির আশ্রম লণ্ডভণ্ড করলেন । আশ্রম তছনছ করে মুনিকে শাসাতে লাগলেন । প্রথমে মুনিচুপ থাকলেও শেষে ক্রোধে অভিশাপ দিয়েবললেন- "দুর্মতি নারী। তুই আমার আশ্রম উন্মত্ত রাক্ষসের ন্যায় ধ্বংস করেছিস। তুই তোর গর্ভস্থ সন্তান সহ রাক্ষস হবি। ভগবান হরির হস্তে নিধন হলেই তোদের মুক্তি ঘটবে । " মুনির শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলল । তাড়কা রাক্ষসী হয়ে তপবনে বেড়াতে লাগলো। রাক্ষসী হবার পর তাড়কার প্রথম আঘাত গিয়ে পড়লো অগস্ত্য মুনিরআশ্রমে। মুনির আশ্রম লণ্ডভণ্ড করে মুনির শিষ্যদের চিবিয়ে ভক্ষণ করল । কৃত্তিবাসী রামায়নে বারংবার লেখা রাবনের রাক্ষস বাহিনী ও রাক্ষসেরা নর মাংস আহার করতো। মনে হয় আমরা যে "ঠাকুমার ঝুলি" তে রাক্ষসের গল্প পড়েছি সেখানে নর মাংস ভক্ষণের কথা এই রামায়ন থেকেই এসেছে । তাড়কার তাণ্ডবে অগস্ত্য মুনির আশ্রম শ্মশানে পরিণত হোলো। মুনি যজ্ঞ করতেআরম্ভ করলেই রাক্ষসেরা ধেয়ে এসে যজ্ঞে রক্ত, অস্থি, মাংস, চর্বি নিক্ষেপ করতো। এইভাবে যজ্ঞ অপবিত্রকরতো । মুনি অগস্ত্য শেষে তাঁর আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। এরপর তাড়কার নেতৃত্বে তার পুত্র মারীচ, সুবাহু নামক এক রাক্ষস ও অনান্য রাক্ষসরা 'মলদ' ও 'কুরূষ' নামক দুটি জনপদে হানা দিতে থাকে । রাক্ষসেরা সেখানে মানুষদের হত্যা করে রক্ত মাংস আহার করতে থাকে । রাক্ষসদের উৎপাত ভয়ানক আকার নেয় । মতঙ্গ মুনির আশ্রমেও তাণ্ডব চলে। মহর্ষি তখন আক্ষেপ করেন যে তিনি কেন বালিকে শাপ দিলেন । এই অবস্থায় বালি এখানে এসে রাক্ষস বধ করতে পারবে না । রাবণ এই সংবাদ শুনে খুবুই আহ্লাদিত হয়। অপরদিকে পঞ্চবটিতে রাবণের ভ্রাতা খর ও দূষনের নেতৃত্বে রাক্ষসদের তাণ্ডব আরম্ভ হয় । বালির ভয়ে তারা কিস্কিন্ধ্যাতে না গেলেও আশেপাশে তাণ্ডব শুরু করে। সুদূঢ় হিমালয়েও রাক্ষস দের অত্যাচার আরম্ভ হয় কালনেমির মাধ্যমে । 'মলদ' ও 'কুরূষ' নামক রাজ্য ক্রমশঃ রাক্ষসদেরআহার হতে লাগলে সেখানকার বেঁচে থাকালোকেরা কিছু অযোধ্যায়, কিছু কিস্কিন্ধ্যায় আশ্রয় নেয়। পরিত্যক্ত নগরী ধীরে ধীরে জঙ্গল হয় । বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রম রেহাই পায় নি । এমনকি একবার নারদ মুনিকেউ আহার করতে গিয়েছিলো তাড়কার বাহিনী রাক্ষসেরা । নারদ মুনি পালিয়ে মহর্ষি দুর্বাসার আশ্রমে যান। দুর্বাসা মুনি অভিশাপ দিয়ে রাক্ষসদের ভস্ম করেন । বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমে রাক্ষসদের তাণ্ডব হতে থাকে । গৌতম মুনির পরিত্যক্ত আশ্রমেকাউকে না পেয়ে রাক্ষসেরা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে হানা দেয় । বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রোজ তাণ্ডব হোতো। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞাদি পণ্ড হত। দেবতাদের সাহায্য চাইলে দেবতারা রাবণের ভয়ে রাক্ষস বধ করতে রাজী ছিলো না । বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নারদ মুনি একদা পদার্পণ করলে বিশ্বামিত্র মুনি এর প্রতিকারের কথা জানতে চান । নারদ মুনি বলেন- "এই রাক্ষস দের ধ্বংসকর্তারা বানর রূপে জন্ম নিয়েছে। আর এই রাক্ষসদের ধ্বংসকেবল ভগবান শ্রীহরিই করতে পারবেন । আপনারা সকলে মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন ।" অপরদিকে রক্তমালা নামক এক রাক্ষসীর হাতে আক্রান্ত হয়েদেবতারা ভগবান বিষ্ণুর সাহায্য চাইলো। রক্তমালার ঔদ্ধত্য , তাড়কাকেউ ছাড়িয়ে গেছিলো। ভগবান বিষ্ণু একদা ছদ্মবেশে রক্তমালার হাতে আক্রান্ত তপবনে আসলেন ছদ্মবেশে। মুনির ছদ্মবেশে হরিকে দেখে রাক্ষসী রক্তমালা তাকে ভক্ষণ করতে আসলো। ভগবান নারায়ণ তখন সুদর্শন চক্রে রক্তমালার বধ করলেন। তৎকালীন যুগে আদি ধর্মগ্রন্থ কথা আজও চিরন্তন সত্য রূপে দেখা যায় এই পৃথিবীতে ।সেই কারণেই কলিযুগের এত অত্যাচার অবিচার অনাচার এবং মানুষ মানুষকে খুন করে দেয়, রাক্ষসের চিরাচরিত মনে পড়ে যায় আজ ।তেমনি চিরাচরিত বাংলা থেকে রক্ষা করতে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে ছিলেন,কলিযুগের খুনি অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। তবে পৌরাণিক যুগের ধর্ম গ্রন্থ তেমনি ইতিহাস কি বলছে, রাক্ষসদের এমন অত্যাচারে গোটা ভারতই আক্রান্ত হচ্ছিল্ল। রাক্ষসদের হাতে নিপীড়িত হতে হতে মুনি, ঋষি আদি মানব সকল ভগবান বিষ্ণুকে ডাকতে লাগলেন । এমনকি দেবতারা মিলে বৈকুণ্ঠে গমন করে ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন । তারা বললেন- "রাক্ষস বাহিনীর মাত্রাছাড়া তাণ্ডবে ধর্ম কর্ম বিনষ্ট হতে বসেছে। অনার্য রাক্ষস সংস্কৃতিতে লুপ্ত হতে বসেছে বৈদিক শাস্ত্র জ্ঞান। মুনি ঋষিরা যজ্ঞাদি করে দেবতাদের হব্য প্রদান করতে অসমর্থ হচ্ছেন । ধর্ম নষ্ট হয়ে অধর্মের প্রভাব সর্বত্র দেখা দিচ্ছে । যে জগদীশ আপনি কৃপা বশত পুনঃ আবির্ভূত হন । পূর্বে আপনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম অবতার গ্রহণ করে আসুরিক শক্তির নাশ করেছেন, পুনঃ আপনি দানবিক শক্তির সংহার করুন।" এইভাবে দেবতারা সকলে কাকুতি মিনতি জানালেন। ভগবান মহেশ্বর বললেন- "হে নারায়ণ। আমার অবতার হনুমান মর্তে আবির্ভূত হয়েছে। এবার আপনি মর্তে অবতার গ্রহণ করুন। আপনি সৃষ্টি পালনকরেন। এই কারনে আপনি অবতার গ্রহণ করেন, আগামীতেও করবেন। হে লক্ষ্মীনাথ ত্রিবিক্রম, আপনি রাক্ষসবিনাশের জন্য আবির্ভূত হন। রাবণ আপনার হাতেই বধ্য। " বসুমতী দেবী বললেন- "হে জনার্দন । আমি সর্বংসহা বসুমতী। কিন্তু রাবণের পাপের বোঝা আমি গ্রহণে অসমর্থ । সে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মীর অবতার বেদবতীকে অসম্মান করেছে। এই মহাপাপীর বিনাশ না হলে ধরিত্রী ধ্বংস হবে।"সকলের প্রার্থনা শুনে ভগবান বিষ্ণু অভয় দিয়ে তাঁর অবতারের কথা ঘোষোনা করে দিলেন । বললেন- "আপনারা চিন্তিত হবেন না । আমি ইক্ষাকু বংশে অযোধ্যার সম্রাট দশরথের নন্দন রূপে কৌশল্যা দেবীর গর্ভে আবির্ভূত হব। ধর্ম রক্ষা করে দুষ্ট রাক্ষস দিগকে বধ করবো। ধর্ম সংস্থাপন করে অধর্মেরবিনাশ করবো।" দেবতারা আশ্বস্ত হলেন । ভগবান বিষ্ণু বললেন- "এই অবতারে দেবী লক্ষ্মীও অবতার গ্রহণ করে রাবণের বিনাশের হেতু হবেন ।" দেবী লক্ষ্মী বলিলেন- "বসুমতী ধরিত্রীর কন্যা রূপে আবির্ভূত হয়ে আমি মিথিলারাজ জনক ও তাঁর পত্নী সুনয়নার গৃহে প্রতিপালিত হবো।" দেবতারা আশ্বস্ত হলেন । ব্রহ্মা তখন মহর্ষি বিশ্বশ্রবা কে স্বপ্নে জানালেন- "বিশ্বশ্রবা তুমি তোমার পুত্র দশাননকে সংযত হতে বল। ভগবান হরি মর্তে আবির্ভূত হচ্ছেন তাঁর বিনাশ করবার জন্য। সে এরূপ অধর্ম আশ্রয় করে থাকলে সে ধ্বংস হবেই, তাঁর কূলেওকেউ রক্ষা পাবে না।" বিশ্বশ্রবা রাবণকে অনেক বোঝালো, রাবণ সংযত হলই না। উলটে আস্ফালন করে বলল- "যদি বিষ্ণু আমাকে বধ করতে আবির্ভূত হয়, তবে আমি বিষ্ণু বধ করবো। কিন্তু বিষ্ণুর ভয়ে আমি ভীত হবো না। "এখানে সবাই প্রশ্ন করতে পারেন যে ভগবান বিষ্ণু ইচ্ছা করলেই গরুড়ে আসীন হয়েই লঙ্কা আক্রমণ করে রাক্ষস বধ করতে পারতেন। এতটাও দরকার হত না , তিনি বৈকুণ্ঠ থেকেই সুদর্শন চালনা করে রাক্ষস বধ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মর্তে আবির্ভূত কেন হবেন ? এটা ছেড়েও বলা যায়, দেবী লক্ষ্মীর অংশ বেদবতী নিজে যজ্ঞে ঝাঁপ না দিয়ে রাবণকে ভস্ম করতে পারতেন । কিংবা রুদ্রাবতার হনুমান রাবণকে বধ করতে পারতেন, কিংবা দেবী পার্বতীকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার কালে দেবী শাপ দিয়ে রাবণকে ভস্ম করতে পারতেন বা রাবণ যেদিন কৈলাস আক্রমণ করেছিলো সেদিনই ভগবান শিব তার বধ করতে পারতেন। কিন্তু এঁনারা এমন করলেন না। ভগবান শ্রীহরি কেন মর্তে অবতার নিতে চলেছেন ? এর কারন রূপে কেউ কেউ জয়- বিজয়ের প্রতি সনকাদি মুনিদের অভিসম্পাত , নন্দীর দেওয়া নর বানরের হাতে ধ্বংসের শাপ বা ব্রহ্মার প্রদত্ত নর বানরের হাতে বিনাশের বর প্রদান, বেদবতীর প্রদত্তঅভিশাপ বা রম্ভার অভিশাপকে মুখ্য হেতু মনে করতে পারতেন। যে ভগবান তাই মানব অবতার নিয়েছেন। হ্যা এইগুলো ঠিক । কিন্তু ভগবানের অবতারের দুটি উদ্দেশ্য অসাধু বিনাশ ও জীবশিক্ষা প্রদান সাথে ভক্ত সঙ্গ । আমরা জানি ভগবান লাভ আমাদের কাছে মূল উদ্দেশ্য । হ্যা ঠিক, যে হরি ভক্ত সে হরিকে, যে শিব ভক্ত সে শিবকে যে দুর্গা ভক্ত সে দুর্গাদেবীর কৃপাপ্রাপ্তির জন্যই অচলা ভক্তির পথে চলেন । কিন্তু আমরা কি জানি যে আমরা ভগবান প্রাপ্তির জন্য যতটা ব্যাকুল,ভগবান নিজে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্তির জন্য তাঁর অধিক ব্যাকুল। তিনি শুদ্ধ ভক্ত খুঁজে বেড়ান। তাই ভক্তের জীবনে এত কষ্ট, এই কষ্ট ঈশ্বরের পরীক্ষা। তিনি পরীক্ষা করেন ভক্ত কতটা আঘাত সহ্য করে আমাকে ডাকে, তবেই না সে শুদ্ধভক্ত। ভগবান তখন সেই ভক্তের দাসানুদাস হন। ভগবান বলেন- "যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ। যদি না ছাড়ে পাশ, হই তার দাসের অনুদাস।" ভগবান রামের জীবনে আমরা এমন ভক্তের পরিচয় পাবো। তাই তো বলা হয় ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। ভগবান এমন ভক্তকেই খোঁজেন, এটি তাঁর অবতারের আর একটি উদ্দেশ্য ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

তবে কি খরচের ভয়ে এই পথে শ্রদ্ধা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের 'আশিকি-২' খ্যাত অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ থেকে যেন দূরে সরে আছেন তিনি। তবে কাজ প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও এ অভিনেত্রী সবসময় সাধারণভাবেই জীবন-যাপন করতে পছন্দ করেন।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাকে মুম্বাইয়ে অটোরিকশায় করে চলাচল করতে দেখা গেছে। এরপর থেকেই নেটিজেনদের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে টাকা বাঁচাতেই অটোতে চলাচল করছে শ্রদ্ধা। আবার অনেকে লিখেছেন যে, সবটাই দর্শকদের নজরকাড়ার প্রচেষ্টা।

তবে এসবের কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না অভিনেত্রী। তিনি বাহ্যিক চাকচিক্য থেকে সব সময়ই দূরে থাকার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটাই যেন তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শ্রদ্ধার অটোরিকশায় ভ্রমণের ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল। তার ভিডিওতে দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তবে ভিডিওতে দেখা যায় যে পাপারাজ্জিরা ঘিরে ধরেছে অভিনেত্রীকে। তখন তারা শ্রদ্ধার কাছে জানতে চায় কেমন লাগছে এই সফর!

কোনো দ্বিধা না করে উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, 'অটো সব সময়ের জন্য সেরা।' বর্তমানে কোনো কাজ না করলেও তার হাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি সিনেমার প্রস্তাব। আর এখন চিত্রনাট্য পড়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেত্রী।

বিদ্যা বালানের 'নিয়ত' সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রকাশ্যে এসেছে 'নিয়ত' সিনেমার টিজার। এ সিনেমায় বলিউড তারকা বিদ্যা বালানকে গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। 'নিয়ত' সিনেমায় দেখা যাবে একটি খুন, অনেক সন্দেহজনক ব্যক্তি, এইসবের মাঝে একা অভিনেত্রী। চলতি বছরের ৭ জুলাই মুক্তি পাবে এ সিনেমা।

সিনেমার মূল চরিত্র মীরা রাওয়ের ভূমিকায় দেখা যাবে বিদ্যা বালানকে। তার পাশাপাশি দেখা যাবে রাম কাপুর, রাহুল বোস, নীরজ কবি, সাহানা গোস্বামী, অমিত্রা পুরি, নিকি ওয়ালিয়া, দীপান্বিতা শর্মা, শশাঙ্ক অরোরা, প্রাজক্তা কলি, দানেশ রাজভি, ইশিকা মেহেরা এবং মাধব দেবল। সিনেমা ট্রেলারটি রিলিজ হবে ২২ জুন।

১৭ সেকেণ্ডের প্রকাশিত টিজারটি শুরুতেই দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। একের পর এক ভিজ্যুয়াল আর তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে এক ভয়েসওভার। তবে পুরো টিজারটিতে এক সাসপেন্সের ছোঁয়া পাওয়া গিয়েছে।

মার্ডার মিস্ট্রির এ সিনেমার টিজারে অনেকেরই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বিদ্যা বালানের লুক দেখে কিছু ভক্তরা অনুমান করেছেন যে সিনেমাটি 'নাইভস আউট' হলিউড সিনেমার রিমেক। লন্ডনে শুট করা হয়েছে এ সিনেমা। সিনেমার টিজার দেখে এরই মধ্যে ভক্তরা এক মার্ডার রহস্যের এক রোমহর্ষক কাহিনির ঝলক পেয়েছেন। টিজার ছাড়াও সিনেমার পোস্টারও ভক্ত-অনুরাগীদের আরও উৎসাহিত করেছে।

সিনেমাটির টিজারটি অভিনেত্রী নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। তিনি লেখেন, 'রহস্য এবং মোটিভের একটি জগত প্রকাশ করা হবে, সঙ্গে থাকুন। ৭ জুলাই 'নিয়ত' মুক্তি পাচ্ছে শুধুমাত্র প্রেক্ষাগৃহে। টিজারটিতে একটি গলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে, চারিদিকে সন্দেহভাজন, রয়েছে উদ্দেশ্যও, সবাই প্রস্তুত হও, একটি রহস্য আসছে। অনু মেনন এ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন, যিনি ২০২০ সালে শকুন্তলা দেবী সিনেমাটিও পরিচালনা করেছিলেন।

সোনামের 'ব্লাইন্ড' সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা সোনাম কাপুর মা হওয়ার পরে আবারও কাজে ফিরেছেন। আগামী মাসেই মুক্তি পাচ্ছে তার অভিনীত সিনেমা 'ব্লাইন্ড'। জানা গেছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিও সিনেমায় ৭ জুলাই মুক্তি পাবে এটি।

সোম মাখিজা পরিচালিত 'ব্লাইন্ড' সিনেমায় সোনামের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন পূরব কোহলি, বিনয় পাঠক, লিলেট দুবে এবং শুভম সরফ সহ বলিউডের একাধিক পরিচিত মুখ।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সন্তানের জন্ম দেওয়াকে স্বার্থপর সিদ্ধান্ত বলেন সোনাম কাপুর। এ প্রসঙ্গে সোনাম কাপুর বলেন, 'অগ্রাধিকার বদলে যায়। আমার মনে হয় সন্তান শুধুমাত্র আমারই থাকবে। আসলে সত্যিটা হচ্ছে, ওরা মানে সন্তানরা তো নিজেরা বেছে নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে না। আমরাই ওদের এ পৃথিবীতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই। তাই এ সিদ্ধান্ত সত্যিই বড় স্বার্থপর।'

গতবছরের মার্চ মাসে মা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন অভিনেত্রী। বাড়িতে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। স্বামী আনন্দ আহুজার সঙ্গে প্রেগন্যান্সি শুটের ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী মাতৃত্বের কথা ঘোষণা করেন তিনি। ছবিতে স্পষ্ট ছিল তার 'বেবি বাম্প'। এরপর একাধিক ফটোশুটে সোনামের মাতৃত্বকালীন ঔজ্জ্বল্য নজরকাড়ে সবার।

তারপর ২০ আগস্ট এলো সুখবর। আহুজা পরিবারে হাজির নতুন সদস্য। এ সুখবর নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন সোনাম কাপুর। পোস্ট করে সোনাম ও আনন্দ লেখেন, '২০.০৮.২০২২ তারিখে, আমরা নত মস্তকে এবং খোলা হৃদয়ে আমাদের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে স্বাগত জানাই। প্রত্যেক ডাক্তার, নার্স, বন্ধু এবং পরিবার যারা আমাদের এ সফরে সঙ্গী ছিলেন তাদের ধন্যবাদ। এই সবে শুরু কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল।' তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নীতু কাপুর।

সম্প্রতি বেতন বৈষম্য নিয়ে কথা বলে আলোচনায় এসেছিলেন সোনম। এ ব্যাপারে 'কফি উইথ করণ'-এ অভিনেত্রী মুখ খোলেন। তিনি বলেন, 'এই পারিশ্রমিকে বৈষম্যটা জঘন্য। আমি এর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি, তারপর সেই চরিত্রগুলো আমি পাই না এবং তাতে আমার সমস্যা নেই।'

সোনাম আরও বলেন, 'আমি সেটা সামলে নিতে পারব। আমি গত দুই-তিন বছরে বুঝতে পেরেছি যে কাউকে বিচার করার অধিকার আমার নেই। আমি বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত, তাই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই কঠিন নয়। আমি মনে করি, নারী হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে, শিল্পী হিসেবে আমাদের প্রাপ্য পাওয়ার সময় এসেছে।'

বিয়ে নিয়ে প্রশ্নের মুখে কার্তিক আরিয়ান

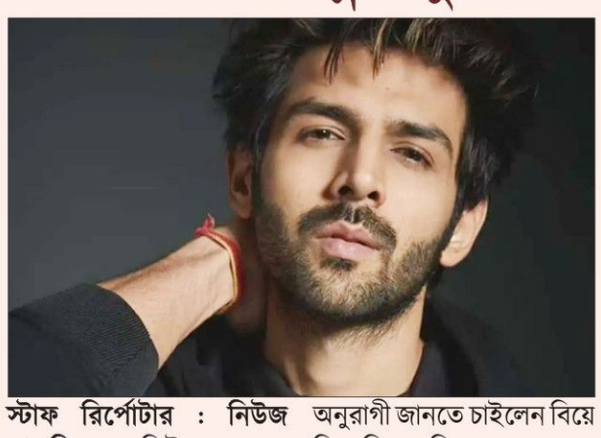

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের নতুন প্রজন্মের তারকা কার্তিক আরিয়ানের নতুন সিনেমা 'সত্যপ্রেম কি কথা' মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এ সিনেমার পর্দায় ধুমধাম করে বিয়ে সারতে দেখা যাবে তাকে।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বিয়ে তো দূরের কথা, বলিউডের এ হার্টথ্রব নায়ক নিজের মন কাকে দিয়েছেন তাও নিশ্চিত করে কেউ জানেন না। তবে সম্প্রতি অভিনেতা জানিয়েছেন তিনি বিয়ে করতে চান, অভাব শুধু কনের।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আড্ডা জমান কার্তিক আরিয়ান। সেখানে টুইটারে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সেখানেই তার কাছে এক অনুরাগী জানতে চাইলেন বিয়ে নিয়ে নিয়ে পরিকল্পনার কথা।

কার্তিককে জিজ্ঞেস করা হয়, তার কী পছন্দ- সম্বন্ধ করে বিয়ে নাকি প্রেম করে বিয়ে। প্রশ্ন আসে, 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ করবেন নাকি লভ ম্যারেজ? মালা আন্টির কাছে সম্বন্ধ তো প্রচুর আসে নিশ্চয়ই।' মালা আন্টি অর্থাৎ কার্তিকের মায়ের কাছে সম্বন্ধ যে আসে সে কথা স্বীকার করে নেন অভিনেতা।

তার উত্তর, 'একটা বিয়ে যেটা ভালোবাসা দিয়ে অ্যারেঞ্জ হয়েছে! সম্বন্ধ তো আসে, রোজ।' অপর এক অনুরাগী প্রশ্ন করেন, 'কবে বিয়ে করবেন?' তার উত্তরে কার্তিক বলেন, 'ঘোড়া, ভেন্যু, মেনু সব তৈরি। কিন্তু কনে তো পাই আগে।'

এদিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে একাধিক প্রশ্ন আসে অভিনেতার বিয়ে নিয়ে। এক অনুরাগী জিজ্ঞেস করেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি সত্যি ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছেন এখনো?' অভিনেতার অকপট উত্তর, 'ভেবেছিলাম পেয়েছি কিন্তু আমার ভালোবাসার ভাগ্য খারাপ।'

এই প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে তিনি একটি ডাবিং স্টুডিও থেকে ছবি পোস্ট করেন। লেখেন, 'যাওয়ার সময় হয়েছে, সমীর বিদ্বানস স্যার বকাবকি করছেন। সত'কে ডাবিং শেষ করতে হবে। তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে।'

কার্তিক আরিয়ান এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন 'সত্যপ্রেম কি কথা' সিনেমা মুক্তির আগে। সমীর বিদ্বানসের পরিচালনায় এই সিনেমায় তিনি ফের কিয়ারা আদবাণীর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন। এই সিনেমা মুক্তি পাবে ২৯ জুন।

এ সিনেমা ছাড়াও কার্তিককে দেখা যাবে কবীর খানের আগামী চলচ্চিত্রে। সেই সিনেমার নাম এখনো নিশ্চিত হয়নি। এছাড়া হংসল মেহতার আগামী কাজ 'ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া'য় দেখা যাবে তাকে।

বদলে গেছে

একদিনের ক্রিকেট, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বকাপের আশায় রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ভারত বিশ্বকাপের সূচি ঘোষিত হয়েছে ২৭ জুন। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বকাপের আশা করছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। টি-২০ ক্রিকেটের আবির্ভাবের পর ক্রিকেটে একটা বিবর্তন ঘটেছে। খেলাটা অনেক বেশি গতিশীল হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র একদিনের ক্রিকেটেই নয়, পরিবর্তন এসেছে টেস্ট ক্রিকেটেও। পাঁচদিনের ম্যাচেও এখন অনেক বেশি আক্রমনাত্মক মেজাজে খেলে ব্যাটাররা। ঝুঁকি নিতেও ভয় পায় না। স্ট্রাইক খেলেন ব্যাটাররা। বদলে গেছে একদিনের ক্রিকেটেও। আগামী ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবেন রোহিত শর্মারা। তৃতীয় বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নামবে ভারত। নিজেদের ৯টা ম্যাচ কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, লখনউ এবং বেঙ্গালুরুতে খেলবেন রোহিতরা। বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশিত হওয়ার পর রোহিত বলেন, এবারের বিশ্বকাপ খুবই প্রতিযোগিতামূলক হবে। ক্রিকেটে অনেক বদল ঘটেছে। খেলাটা এখন অনেক বেশি গতিশীল হয়ে গিয়েছে। দলগুলো অনেক বেশি ইতিবাচক ক্রিকেট খেলছে। বিশ্বকাপে বেশ কয়েকটা রোমহর্ষক ম্যাচ আশা করা যাচ্ছে। আশা করছি আমরা ভাল প্রস্তুতি নিতে পারব এবং সেরাটা দিতে পারব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর ভারতের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। ১৫ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। এই ম্যাচের দিকে নজর থাকবে বিশ্বক্রিকেটের।

মায়ামিতে মেসিদের

কোচের দায়িত্বে টাটা মার্টিনো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টাটা মার্টিনোর সঙ্গে মেসির যোগসূত্র বেশ আগের। বার্সেলোনায় মেসির গুরু হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ হিসেবেও দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছেন এই কোচ। ফের গুরু-শিষ্যের মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিল ইন্টার মিয়ামি। মেজর লিগ সকারের ক্লাবটিতে কোচ হিসেবে যোগ দিচ্ছেন এই আর্জেন্টাইন।

আজ ২৯ জুন জনপ্রিয় ফুটবলভিত্তিক ওয়েবসাইট গোল ডটকমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেরার্দো টাটা মার্টিনোকে কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দিয়েছেন ইন্টার মায়ামি।

২০১৩-১৪ মৌসুমে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন মার্টিনো। ক্লাব ক্যারিয়ারে লিওনেল মেসি তখন সেরা সময় পার করছিলেন। তবুও সাফল্য এনে দিতে না পারায় দায়িত্ব হারান মার্টিনো। এরপর আবার ২০১৫-১৬ দুই বছর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন মার্টিনো। সেখানে মেসিদের দুইবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে তুলেছিলেন আর্জেন্টাইন এই কোচ। এর আগে আটালান্টা ইউনাইটেডের কোচ ছিলেন মার্টিনো। শিরোপাও জিতেছিলেন ২০১৮ সালে।

মায়ামির সঙ্গে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পন্ন করেননি মেসি। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই চুক্তি সই করার কথা মেসির। আর ১৬ জুলাই তাকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করেছে মায়ামি। আগামী ২২ জুলাই মায়ামির জার্সিতে তার অভিষেক হতে পারে। গত ৮ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন মেসি।

টেস্টের ১৪৬ বছরের ইতিহাসে

যেখানে লায়নই প্রথম

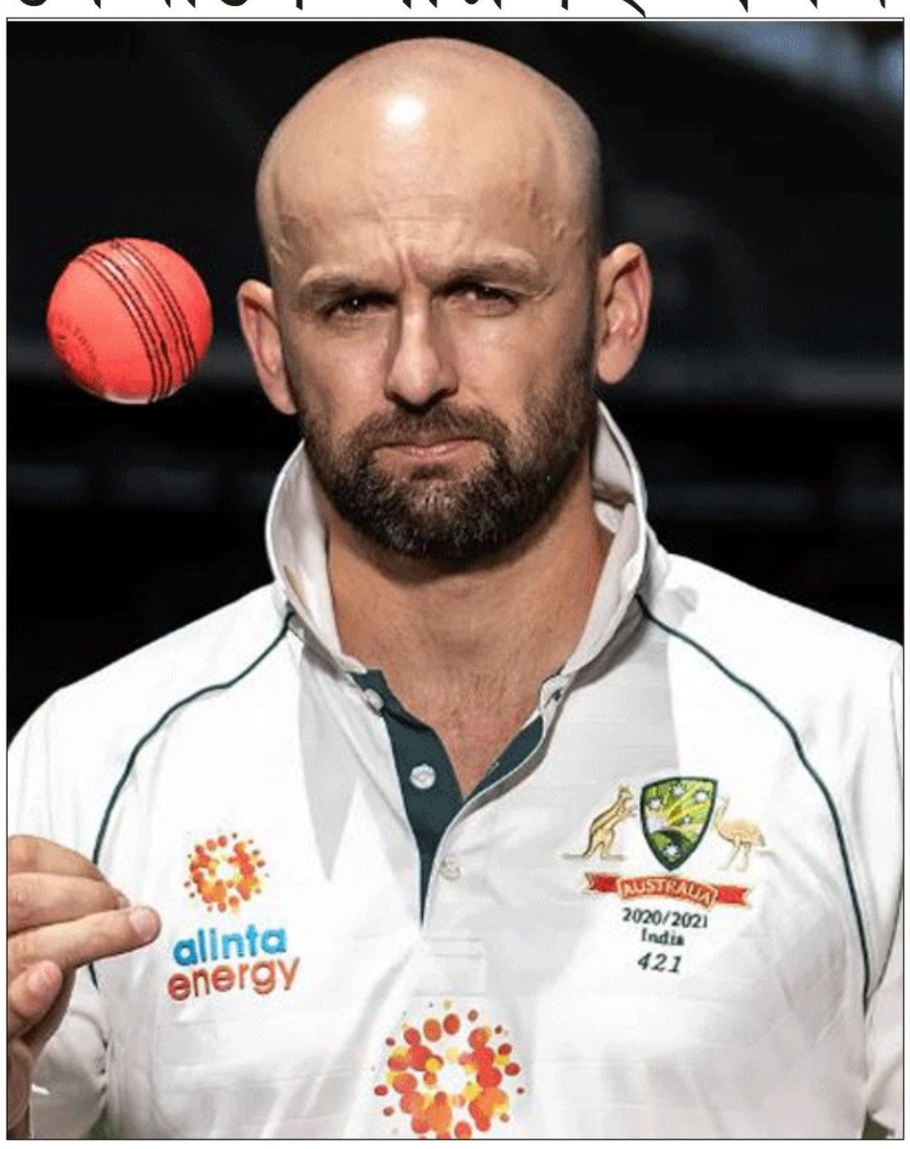

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টসের সময় অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বললেন, 'অসাধারণ অর্জন।' অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের এই কথায়ও আসলে পুরোপুরি ফুটে উঠল না সবকিছু। ন্যাথান লায়ন যে কীর্তিটি গড়লেন, টেস্ট ইতিহাসেই তো এটি অনন্য। টেস্টের ১৪৬ বছরের ইতিহাসে পারেননি আর কেউ।

বুধবার (২৮ জুন) শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টের একাদশে থেকেই এই রেকর্ডে নাম লেখা হয়ে গেছে লায়নের। অ্যাশেজের এই ম্যাচটি অস্ট্রেলিয়ান অফ স্পিনারের টানা শততম টেস্ট। টানা ১০০ টেস্ট খেলার কৃতিত্ব আগেও দেখিয়েছেন ৫ ক্রিকেটার। তবে লায়নই প্রথম বিশেষজ্ঞ বোলার হিসেবে ধারাবাহিকতার এমন নজির গড়লেন। ২০১১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লায়নের টেস্ট অভিষেক। গলে সেই ম্যাচে প্রথম বলেই কুমার সাঙ্গাকারাকে আউট করে ক্রিকেটের অভিজাত এই সংস্করণে তার পথচলা শুরু। প্রথম ইনিংসে শিকার করেন ৫ উইকেট।

অভিষেক থেকে টানা ৯ টেস্ট খেলার পর প্রথমবার একাদশে জায়গা পাননি তিনি ২০১২ সালের জানুয়ারিতে। ভারতের বিপক্ষে পার্থের বাউন্সি উইকেটে ওই ম্যাচে চার পেসার নিয়ে একাদশ সাজায় অস্ট্রেলিয়া। পরের টেস্ট থেকেই আবার টানা ১১ ম্যাচে তার ওপর ভরসা রাখে দল। দ্বিতীয়বার তিনি একাদশ থেকে বাদ পড়েন ২০১৩ সালের ভারত সফরে। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে হায়দরাবাদে দল বেছে নেয় বাঁহাতি স্পিনার জেভিয়ার ডোহার্টিকে।

এবারও এক টেস্ট পরই তিনি দলে ফেরেন। এরপর আবার তার একাদশে জায়গা না পাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় ২০১৩ অ্যাশেজের শুরুতে। ইংল্যান্ডে সেবার প্রথম দুই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া সেবার বেছে নেয় বাঁহাতি স্পিনার অ্যাশটন অ্যাগারকে। লায়ন ফেরেন তৃতীয় টেস্টে। এরপর আর পেছনে তাকাতাকি নেই। ২০১৩ সালের ১ অগাস্ট ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্ট থেকে এবার এই লর্ডস টেস্ট, টানা ১০০ টেস্টে তাকে ছাড়া একাদশ গড়ার সুযোগ তিনি দেননি দলকে।

টানা ১০০ টেস্টে খেলার কীর্তি প্রথম গড়েন সুনিল গাভাস্কার। ১৯৭৫ সালে ২৩ জুন থেকে ১৯৮৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ১০৬ টেস্ট খেলেন ভারতীয় কিংবদন্তি। পরে রেকর্ডটিকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান অ্যালান বোর্ডার। অস্ট্রেলিয়ান এই কিংবদন্তি ১৯৭৯ সালের ১০ মার্চ থেকে ১৯৯৪ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত খেলেন টানা ১৫৩ টেস্ট। পরে অস্ট্রেলিয়ারই মার্ক ওয়াহ খেলেন টানা ১০৭ টেস্টে, নিউ জিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ১০১ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারের সব ম্যাচই খেলেন টানা। বোর্ডারের টানা ১৫৩ টেস্ট খেলার রেকর্ডটি ভাঙা একসময় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেটিকেও সম্ভব করে ছাড়েন অ্যালেস্টার কুক। ২০০৬ সালের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ৬০ ও ১০৪ রানের দুটি ইনিংস খেলে তার টেস্ট অভিষেক। টানা দুই ম্যাচ খেলার পর চোটের কারণে খেলতে পারেননি ওই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। ব্যস, ক্যারিয়ারে ওই একবারই তিনি ছিলেন না একাদশে। ওই বছরের মে মাস থেকে ২০১৮ সালে ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত টানা ১৫৯ টেস্ট খেলে অবসর যান বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। বয়স তখনও তার কেবল ৩৩, চাইলে আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারতেন। রেকর্ডটিও সমৃদ্ধ হতে পারত আরও। এই পাঁচ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে এবার প্রথম বোলার হিসেবে যুক্ত হলেন লায়ন।

বিশেষজ্ঞ বোলারদের মধ্যে টানা টেস্ট খেলার রেকর্ডে লায়নের পরের নামটি কপিল দেবের। ভারতীয় কিংবদন্তি খেলেন টানা ৬৬ টেস্ট। যদিও লায়নের রেকর্ডটি হতে পারত কপিলেরই। ১৯৭৮ সালে ক্যারিয়ারের শুরু থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত টানা ৬৬ টেস্ট খেলার পর একটি টেস্টে বিতর্কিতভাবে তাকে বাদ দেওয়া হয়। তুমুল সমালোচনার মুখে পরের টেস্টে তাকে ফেরানো হয়। সেই ম্যাচ থেকে ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত আবার টানা ৬৫ টেস্ট খেলেন তিনি।

পেসার হয়েও ১৩১ টেস্টের ক্যারিয়ারে চোটের কারণে একটি ম্যাচও বাইরে থাকতে হয়নি, ক্রিকেট ইতিহাসেই এমন নজির আর নেই। লায়নের কৃতিত্ব অবশ্য তাতে কমছে না। স্পিনারদের মধ্যেও তো তার মতো আর কেউ নেই। কত গ্রেট বোলারদেরও কখনও চোটে পড়তে হয়েছে, কখনও ফর্মের কারণে বাদ পড়তে হয়েছে, কখনও দলীয় কম্বিনেশনের কারণে।

লায়নের মাইলফলক টেস্টে অধিনায়ক কামিন্স তাই যথার্থই বললেন, শুধু ফিটনেসের দিক থেকেই নয়, টানা ১০০ টেস্ট ধরে বিশ্বের সব কন্ডিশনে একাদশে জায়গা করে নেওয়াটাও অসাধারণ কিছু। অধিনায়ক হিসেবে আমি সৌভাগ্যবান তার মতো একজনকে পেয়ে।

এই টেস্টে আরও একটি মাইলফলকের হাতছানি আছে লায়নের সামনে। আর স্রেফ ৫ উইকেট পেলেই ইতিহাসের দ্বিতীয় অফ স্পিনার হিসেবে পূর্ণ করবেন ৫০০ টেস্ট উইকেট।

সাম্পদোরিয়াকে টেনে তোলার

চ্যালেঞ্জ নিলেন পিরলো

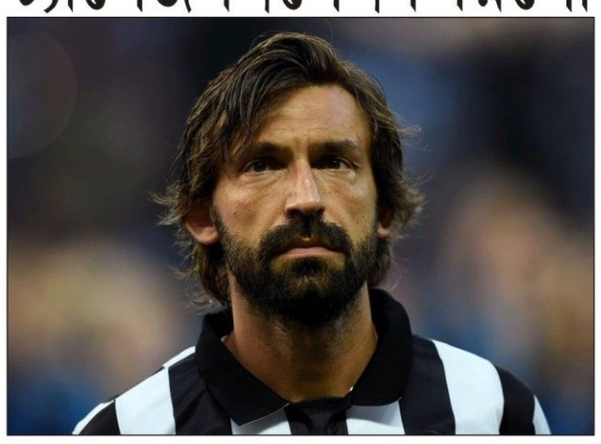

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তুরস্কের ক্লাবের দায়িত্ব হারানোর পর খুব বেশি দিন অপেক্ষা থাকতে হলো না আন্দ্রেয়া পিরলোকে। এবার নিজ দেশের ক্লাবের কোচ হয়ে ফিরলেন এই ইতালিয়ান গ্রেট। সাবেক এই মিডফিল্ডারকে কোচের দায়িত্ব দিয়েছে সাম্পদোরিয়া।

এই মৌসুমেই সিরি আ থেকে সিরি বি-তে নেমে গেছে ক্লাবটি। পিরলোর হাত ধরে আবার শীর্ষ পর্যায়ে ফেরার লক্ষ্য তাদের। ইতালির ২০০৬ বিশ্বকাপজয়ী তারকার সঙ্গে তাদের চুক্তি দুই বছরের। খেলোয়াড়ি জীবনে ইন্টার মিলান, এসি মিলান ও ইউভেন্তুসে বর্ণাঢ্য অধ্যায় শেষে ২০২০ সালে ইউভেন্তুসের অনূর্ধ্ব-২৩ দল দিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন পিরলো। এই বছরই তিনি দায়িত্ব পেয়ে যান মূল দলের।

তার কোচিং ওই মৌসুমে ইতালিয়ান কাপ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জয় করে। কিন্তু সিরি আ শিরোপা জিততে ব্যর্থ হওয়ায় ২০২১ সালের মে মাসে বরখাস্ত করা হয় তাকে। পরের বছর তিনি দায়িত্ব পান তুরস্কের ক্লাব ফাতিহ কারাগুমরুকের। তার কোচিংয়ে এই মৌসুমে তুরস্কের সুপার লিগে সপ্তম হয় ক্লাবটি। গত মে মাসে এখান থেকেও ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

সাম্পদোরিয়াতেও পিরলোর অপেক্ষায় কঠিন চ্যালেঞ্জ। সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে থেকে লিগ শেষ করে ক্লাবটি। ৩৮ ম্যাচে তাদের জয় ছিল মাত্র ৩টি, হার ২৫টি।

জয় দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব

শেষ করলো আয়ারল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব থেকে আয়ারল্যান্ডের বিদায় আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে পল স্টার্লিংয়ের সেঞ্চুরিতে শেষটা রাঙিয়েছে আইরিশরা। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়েছে ১৩৮ রানের বড় ব্যবধানে।

এদিন বুলাওয়ের অ্যাথলেটিক ক্লাব মাঠে আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ৩৪৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ৩৯ ওভারে ২১১ রানে অলআউট হয় আরব আমিরাত।

ব্যাট হাতে আয়ারল্যান্ডকে বড় সংগ্রহ পেতে সবচেয়ে বড় অবদানটি রাখেন পল স্টার্লিং। তিনি ১৩৪ বলে ১৫টি চার ও ৮ ছক্কায় ১৬২ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন। এটি ছিল তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের চতুর্দশ সেঞ্চুরি। যেভাবে ঝড় তুলেছিলেন তাতে ৪৫ ওভারের মাথায় আউট না হলে হয়তো ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিও পেয়ে যেতে পারতেন।

স্টার্লিংয়ের জ্বলে ওঠার দিনে দ্যুতি ছড়িয়েছেন অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবিরনি এবং হ্যারি টেক্টরও। বালবিরনি ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৬৬ রান করেন। আর তরুণ টেক্টর ৩৩ বলে ৪টি চার ও ২ ছক্কায় করেন ৫৭ রান। তাতে ৩৪৯ রানের বিশাল সংগ্রহ পায় আইরিশরা।

বল হাতে আরব আমিরাতের সঞ্চিত শর্মা ৭ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। অপর উইকেটটি নেন আলী নাসের।

রান তাড়া করতে নেমে আরব আমিরাতের শুরুটা ভালো হলেও এরপর ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে তারা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৩৯ ওভারে ২১১ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। ব্যাট হাতে আমিরাতের হয়ে অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম ৬ চার ও ২ ছক্কায় সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন। আর ১ চার ও ৩ ছক্কায় সঞ্চিত শর্মা করেন ৪৪ রান। এছাড়া ৩ ছক্কায় ৩৯টি রান আসে বাসিল হামিদের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউ ১৮ রানের বেশি করতে পারেননি। বল হাতে আয়ারল্যান্ডের জশ লিটল, অ্যান্ডি ম্যাকবিরনি, জর্জ ডকরেল ও কুর্টিস ক্যাম্ফার ২টি করে উইকেট নেন। ম্যাচসেরা হন সেঞ্চুরিয়ান পল স্টার্লিং।

বাবরের নেতৃত্বে

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সম্ভাবনা দেখছেন ওয়াসিম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেই ১৯৯২ সালে নিজেদের একমাত্র ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান। এরপর কেটে গেছে লম্বা সময়, কিন্তু এই সংস্করণে শিরোপা জেতাই হচ্ছে না দলটির। উপমহাদেশে হবে আসছে বৈশ্বিক আসর, সঙ্গে দারুণ সব ক্রিকেটারে ঠাসা দল, তাই এবার আশার আলো দেখছেন ওয়াসিম আকরাম। উত্তরসূরিদের নিয়ে বড় স্বপ্ন পাকিস্তানের এই পেস বোলিং গ্রেটের।

তিন দশক আগে পাকিস্তানের শিরোপা জয়ী দলের সদস্য ছিলেন ওয়াসিম। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ইংল্যান্ডকে ২২ রানে হারানো ফাইনালে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার উঠেছিল তারই হাতে। এরপর ১৯৯৯ সালে শিরোপার খুব কাছে গিয়েও আক্ষেপ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। লর্ডসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিল তারা। একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ের পর আরও ৭টি আসর চলে গেলেও শিরোপার স্বাদ আর পাওয়া হয়নি দলটির। এবার তাদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে বলে মনে করছেন ওয়াসিম।

আগামী ৫ অক্টোবর ভারতে শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ আসর। পাকিস্তান ও ভারতের কন্ডিশন প্রায় একই। এখানে তাই ভালো করার দারুণ সম্ভাবনা দেখছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ওয়াসিম। পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন আপে আছেন আইসিসির ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান বাবর আজম। সঙ্গে আছেন র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ও চার নম্বরে থাকা ফখর জামান ও ইমাম-উল-হক। দারুণ ছন্দে থাকা কিপার-ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানও এই দলে।

বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮ নম্বরে থাকা শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে পাকিস্তানের পেস বোলিং সামাল দিতে আছেন নাসিম শাহ, হারিস রউফরা। লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার শাদাব খান দলটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সব বিভাগেই প্রায় সমান শক্তিশালী পাকিস্তানের বর্তমান দলটির ওপর অনেক আস্থা ওয়াসিমের। আইসিসিতে সাবেক এই পেসার বললেন, বিশ্বকাপ জেতার সব রসদ আছে এই দলে।

ওয়াসিম আকরাম বলেন, আমাদের ভালো একটি দল আছে। খুবই ভালো ওয়ানডে দল এবং আধুনিক ক্রিকেটের গ্রেটদের একজন বাবর আজম এই দলের নেতৃত্বে আছে। যতক্ষণ তারা ফিট থাকবে এবং যতক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলবে, বিশ্বকাপে তাদের ভালো করার সুযোগ থাকবে। কারণ উপমহাদেশের ভারতে আমাদের মতো কন্ডিশনে টুর্নামেন্টটি খেলা হবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR